



আপনার নাগালের মধ্যেই অ্যাপার্টমেন্ট

Avcbvi Rb" Dchy³ A"vcvUfg>UuWi
 †LuR Ki†Qb Avcwb? mvBwinK
 2000 K†qKuU A"vcvUfg>U
 wbgPKvix c†Zô†bi mv=c†ZK
 c†R±_†j vi me wKQyZ†j a†i†Q
 Avcbv†`i mvg†b... †e†Q wbb
 Avcbvi c†† i A"vcvUfg>U|
 wj †L†Qb Re†vi tnv†mb
 we†kl mn†hwMz†vq bvRgj Avnmvb
 mw†Dj Bmj vg, kw†n` tnv†mb

শরীফ সাহেবের বাড়ি করার স্বপ্নটি ধারণ করেনি মাহবুব। বলা যায় ধারণ করতে পারেনি। ছিমছাম একটি বাড়ি, নিজের জায়গায় একটি বাড়ি এ স্বপ্ন দেখতেন শরীফ সাহেব। ৩০ বছর চাকরি জীবন শেষে তিনি জমি কিনতে পেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু গড়তে পারেননি স্বপ্নের বাড়ি। ফিরে যেতে হয়েছে ফরিদপুরের পৈতৃক ভিটায়। ঢাকায় থেকে গেছে একমাত্র ছেলে মাহবুব। ৮ বছর ধরে বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। বিয়ে



করেছেন ৬ বছর আগে, একটি বাচ্চাও আছে।

মাহবুবের বেড়ে ওঠা এই শহরের আলো-বাতাসে। ভাড়া বাড়িতে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসে, চাকরি নেয়। বাবা গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলে মাহবুব মিরপুরের একটি ভাড়া বাড়িতে ওঠে। একটা স্বপ্নের বীজ তখন থেকেই তার মধ্যে রোপিত হয়েছিল- এই শহরের কোথাও ছোট একটি ঠিকানা। একেবারে নিজের ঠিকানা।

স্বপ্নকে বিয়ে করার পর তার এক রুমের বাসা দুই রুমে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু সেই সঙ্গে স্বপ্নও বেড়ে যায়। স্বপ্নের সঙ্গী হয় তার স্ত্রীও। দু'জন বেতনের নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমাতে থাকে প্রতিমাসে। সীমিত আয়ের মাঝেও সঞ্চয়ের সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু থাকে। খরচ যতোটা সম্ভব কমিয়ে আনে। মাহবুব দম্পতি স্বপ্নের কাছাকাছি চলে আসে কয়েক বছরের মাথায়। শরীফ সাহেব না পারলেও মাহবুব পরে রাজধানীতে নিজের ঠিকানা গড়ে। মাহবুবের মতো অন্যদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে এসেছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো। বাড়ি নয়, তারা দিচ্ছে নিজের ফ্ল্যাট-অ্যাপার্টমেন্ট। স্কার ফিট হিসাবে। মাহবুবও ডাউন পেমেন্ট দিয়ে এখন গুলশানের নিকেতনের একটি অ্যাপার্টমেন্টের মালিক নিজেই।

মাহবুবের স্বপ্ন সফল হয়েছিল কারণ সে তার বাবার মতো জমি কিনে বাড়ি করতে চায়নি। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেই ছোট একটি ফ্ল্যাটের স্বপ্ন ছিল তার। আর এই স্বপ্ন পূরণে তার ইচ্ছা, পরিশ্রম, মেধার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছে বেসরকারি নির্মাতা আর ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো। তা না হলে হয়তো তার অ্যাপার্টমেন্টের বুকিংই দেয়া হতো না।

মাহবুবের মতো মধ্যবিত্ত আর উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর স্বপ্ন পূরণে প্রথম এগিয়ে আসে ইস্টার্ন হাউজিং। এ দেশের রিয়েল এস্টেট শিল্পে ইস্টার্ন হাউজিং পথিকৃৎ হয়ে থাকবে চিরকাল। ১৯৭৮ সালে ইস্টার্ন হাউজিং প্রথম অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসায় নিজেদের নিয়ে আসে। শুরুর দিকে মানুষ অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে চাইতো না। '৮০-র দশকে অ্যাপার্টমেন্ট কেনাটা ছিল স্ট্যাটাসের বিষয়। বহুমূল্যে কেনা বাঙালির আধুনিক স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ। ইস্টার্ন হাউজিংয়ের সফলতায় অনেক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়। বাড়তে থাকে ব্যবসার পরিধি। ক্রেতাও বাড়তে থাকে। '৯০-র দশকে অ্যাপার্টমেন্টের দাম চলে আসে উচ্চ মধ্যবিত্তের নাগালে। কিন্তু মধ্যবিত্তকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে যেকোনো শিল্পের বিস্তার কষ্টসাধ্য। এ কারণে উচ্চবিত্তের পাশাপাশি মধ্যবিত্তের আয়, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, চাহিদাকে গুরুত্ব

দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি করতে শুরু করে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা বানাতে শুরু করেন স্টুডিও এবং ছোট অ্যাপার্টমেন্ট। এতে ক্রেতাদের চাহিদাও যায় বেড়ে। সবচেয়ে বড় কথা, মধ্যবিত্তের মানসিকতায় বিশাল পরিবর্তন ঘটে। মাহবুবের কথাই ধরুন। সে তার বাবার মতো জমি কিনে বাড়ি করতে চায়নি। চেয়েছে ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা। এ জন্য অল্প কিছু টাকা লোনও করতে হয়েছিল তাকে। কিছু জমি কিনে তারপর লোন নিয়ে বাড়ি করার মতো ঝামেলা করাটা তার কাছে যৌক্তিক মনে হয়নি।

উন্নত বিশ্বের আধুনিকতার ছোঁয়া এসে লেগেছে সবখানে। বদলে গেছে মানুষের লিভিং কনসেপ্ট। উচ্চ মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের কাছে বসবাসের জন্য ভালো লোকেশন, নিরাপত্তা, নাগরিক বা আধুনিক সুযোগ সুবিধার বিষয়গুলোই গুরুত্বপূর্ণ। একজন মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্তের পক্ষে হয়তো উত্তরা, লালমাটিয়া বা ধানমন্ডিতে অ্যাপার্টমেন্ট কেনা সম্ভব। কিন্তু একক বাড়ি করে অ্যাপার্টমেন্টের নাগরিক জীবনের সুবিধা কতটা নিশ্চিত করা যাবে সেটা ভেবে দেখার মতো বিষয়। জমির দাম, নির্মাণ সামগ্রী, ইউটিলিটি সার্ভিসগুলোর অপার্যাণ্ডতা মধ্যবিত্তকে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে যেতেই পরামর্শ দেয়। কেননা এই পরিবারগুলো খোঁজে নিরাপত্তা।

ঢাকায় একটি বাড়ি শুধু নিরাপত্তাই নয়, ব্যক্তিগত অর্জনও বটে। এখন শহরে অ্যাপার্টমেন্ট কেনাটা কল্পনা নয়, নয় অবাস্তব কোনকিছু। আপনার একেবারেই হাতের নাগালে। ৪ লাখ টাকার স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে এক কোটি টাকার বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টও রয়েছে। একটা সময় ছিল যখন বাড়ির জন্য হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্সের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হতো, হয়রানির শিকার হতে হতো। এখন অবশ্য হাউজ বিল্ডিংয়ের লোন স্বল্পতার কারণে,



অ্যাপার্টমেন্টের দাম কোথায় কেমন

| এলাকা | স্কার ফিট প্রতি দাম |
|-------------------------|---------------------|
| ধানমন্ডি | ২৩০০-২৪০০ |
| ধানমন্ডি (লেকসাইড) | ২৫০০-২৮০০ |
| ইস্কাটন | ১৬০০-১৭০০ |
| গুলশান | ২১০০-২৪০০ |
| উত্তরা | ১৫০০-১৬০০ |
| বনানী | ১৯০০-২৩০০ |
| বারিধারা | ২০০০-২৫০০ |
| লালমাটিয়া | ১৮০০-২০০০ |
| কলাবাগান | ১৭০০-১৮০০ |
| খিনরোড | ১৬০০-১৭০০ |
| মোহাম্মদপুর | ১৮০০-২০০০ |
| জিগাতলা | ১৫০০-১৬০০ |
| শান্তিনগর | ১৬০০-১৭০০ |
| সিন্ধেশ্বরী | ১৭০০-১৮০০ |
| সেগুনবাগিচা | ১৬০০-১৮০০ |
| মিরপুর | ১৩০০-১৫০০ |
| ওয়ারী | ১৬০০-১৭০০ |
| ওল্ড ডিওএইচএস | ২৩০০-২৪০০ |
| ফার্মগেট (মনিপুরীপাড়া) | ১৬০০-১৭০০ |
| শ্যামলী | ১৫০০-১৬০০ |

* এটি বর্তমান চিত্র। এমএস রড, অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী এবং ভ্যাটের কারণে এলাকা প্রতি ১০০-১৫০ টাকা মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

সীমাবদ্ধতার কারণে একজন সাধারণ মানুষের হয়রানি হবার সুযোগটুকুও নেই। লোন তো আরো দূরের কথা। সরকারের এই ব্যর্থতায় সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ডিবিএইচ, ন্যাশনাল হাউজিং, আইডিএলসির মতো বেসরকারি গৃহ ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান। এইচএসবিসি, এনসিসি, ইসলামী ব্যাংকও বিভিন্ন শর্তে গৃহায়ন সংক্রান্ত ঋণ প্রদান করে থাকে। ফলে অ্যাপার্টমেন্ট কেনার বিষয়টি এখন অনেক সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে।

এদেশে এককালীন ২০-৩০ লাখ টাকা দেয়ার ক্ষমতা খুব কম সংখ্যক মানুষেরই আছে। একবারে এতো টাকা না দিতে পারলেও সমস্যা নেই। কিছু টাকা দিয়ে আপনার পছন্দের অ্যাপার্টমেন্ট কেনার স্বপ্ন দেখার ব্যবস্থা আছে। ধরুন আপনার সঞ্চয় আছে ৩ লাখ। আপনি কলাবাগানে একটি ১৪০০ স্কার ফিটের অ্যাপার্টমেন্ট পছন্দ করেছেন, যার মূল্য পার্কিংসহ ২৪ লাখ টাকা। এ ক্ষেত্রে আপনি অ্যাপার্টমেন্ট কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে মূল্যের ১০% অর্থাৎ ২.৪ লাখ টাকা দিয়ে দিতে পারেন। বাকি টাকাটা মাসিক কিস্তিতে বা চুক্তিপত্রে যেভাবে উল্লেখ থাকবে সেভাবে পরিশোধ করবেন। ধরা যাক মাসিক আপনাকে ৩০ হাজার টাকা কিস্তিতে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাকি ২১ লাখ ৬০ হাজার টাকা আপনাকে দিতে হবে ৭২টি কিস্তিতে যদি চুক্তিটি মাসিক হয়। আগামী ৬ বছর আপনি এই টাকাটা অ্যাপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠানকে দেবেন। তবে যেহেতু কিস্তিতে আপনি শোধ করছেন তাই নির্মাতা প্রতিষ্ঠান আপনার কাছ থেকে কিছু

টাকা বেশি নিতে পারে। সময়ে টাকার মূল্য হ্রাসের জন্যই এটা করা হয়। বর্তমানে আপনি ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোর সাহায্যেও অ্যাপার্টমেন্টের মালিক হতে পারেন। আপনি ব্যাংক বা অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ঋণ নেবেন। ঋণের চুক্তি অনুযায়ী ঐ প্রতিষ্ঠানটি ৭০% টাকা অ্যাপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠানকে দেবে। আপনি দেবেন বাকি ৩০%। যদি আপনার পছন্দের অ্যাপার্টমেন্টটির দাম ২৪ লাখ হয়, এ ক্ষেত্রে আপনি ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানির কাছ থেকে ঋণ পাবেন ১৬ লাখ ৮০ হাজার টাকা। বাকি ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা আপনি দেবেন। সাধারণ নিয়মানুযায়ী আপনি ব্যাংকে পরবর্তীতে এই ১৬ লাখ ৮০ হাজার টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করবেন। বলা বাহুল্য, ঋণের কারণে আপনাকে সুদও পরিশোধ করতে হবে।

আপনার স্বপ্ন পূরণের সহায়তায় নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গৃহঋণদাতা প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। মাহবুব তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে ৭৫০ স্কয়ার ফিটের একটি স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছিল। আপনিও স্বপ্ন পূরণে খুঁজে নিতে পারেন আপনার ঠিকানা।

কয়েকটি অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক প্রজেক্টগুলো তুলে ধরা হলো...

ইস্ট ওয়েস্ট প্রোপার্টি ডেভেলপমেন্ট

বসুন্ধরা রিভারভিউ
বারিধারা আবাসিক প্রকল্প

বসুন্ধরা রিভারভিউ এবং বসুন্ধরা বারিধারা আবাসিক প্রকল্প দুটোই এখন বিক্রির অপেক্ষায়। বসুন্ধরা রিভারভিউ প্রকল্পটি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু সংলগ্ন এবং বসুন্ধরা বারিধারা প্রকল্পটি গুলশান-বারিধারা সংলগ্ন। বসুন্ধরার প্রতিটি প্রজেক্ট ৬-৭ তলা বিশিষ্ট। বারিধারা প্রকল্প এবং রিভারভিউ প্রকল্পে প্রায় ২ হাজার অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। ৯৪৪ বর্গফুট থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২৫৬০ বর্গফুট পর্যন্ত বিভিন্ন মাপের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে প্রকল্প দুটোতে।

৯৪৪ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ২ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ৪ বারান্দা, কিচেন, ২ টয়লেট।

১১০০ থেকে ১৮৮৩ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ৩ বারান্দা, কিচেন এবং ৩ টয়লেট।

১৯৩৬ বর্গফুট থেকে ২৫৫০ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ৪ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, ৫ বারান্দা, ৫ টয়লেট, স্টোর এবং সার্ভেন্টস বেড।

বসুন্ধরার সব অ্যাপার্টমেন্টই দক্ষিণমুখী। ২০০২ সালে শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে হস্তান্তর করা হবে। সর্বোচ্চ ৭০% ঋণ সুবিধা ছাড়াও এককালীন মূল্য পরিশোধে ১০% ছাড় দেয়া হবে। আগামীতে বসুন্ধরা বারিধারা প্রকল্প এবং বসুন্ধরা রিভারভিউ প্রকল্পের আরো বিভিন্ন ব্লকে ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।



এভিনিউ বিল্ডার্স নকশী হোমস্

নকশী হোমস্ এভিনিউ বিল্ডার্সের আবাসিক কাম বাণিজ্যিক প্রকল্প। এটি অবস্থিত ৬/১/এ, তোপখানা রোড, সেগুন বাগিচায়। ৩০টি অ্যাপার্টমেন্টের পাশাপাশি এখানে রয়েছে ২৫টি অফিস স্পেস। ১৬৫২, ১৪৭৭, ১৭৬৪ বর্গফুট- এই তিন সাইজের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে



প্রকল্পটিতে। প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টেই পাবেন ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ বারান্দা, ৩-৪টি টয়লেট এবং সার্ভেন্টস রুম। অন্যান্য



দূরে আশুলিয়ার প্রায় ১৫ একর এলাকা জুড়ে এই প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

প্রকল্পের আকৃতি আয়তক্ষেত্রের মত। স্থানীয় প্রধান সড়ক (জিরাবো রোড) থেকে ১ কিলোমিটারের মধ্যে এর অবস্থান। নিরাপত্তার স্বার্থে সমগ্র প্রকল্প এলাকাটি সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। বনায়ন কার্যক্রমে মোহনীয় করে তোলা হবে সমগ্র প্রকল্প এলাকা। প্রায় ৫ বিঘা জায়গা জুড়ে থাকবে শপিং মল, কমিউনিটি সেন্টার, সুইমিং পুল, হেলথ ক্লাব, টেনিস কোর্ট, ক্যাফেটেরিয়া। আরো থাকবে চিনড্রেনস পার্ক, গ্রীন স্পট, ওয়াক ওয়ে এবং ফুলের বাগান। প্রকল্পের মূল সড়ক ৩০ ফুট ও পার্শ্ব সড়ক ২০ ফুট প্রশস্ত হবে। মূল সড়কের দু'পাশ দিয়ে থাকবে ফুটপাথ। সমগ্র প্রকল্পটি যেহেতু সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত হবে, সেহেতু ব্যক্তিগত প্লটে কোনো প্রাচীরের প্রয়োজন হবে না। এতে সমগ্র এলাকাটি খোলামেলা থাকবে এবং কোনো প্লটেই, সেটা যে মুখিই হোক না কেন, আলো-বাতাসের প্রাচুর্যের অভাব হবে না। প্রকল্পের সব বাড়ি হবে দোতলা লাক্সারি ভিলা। প্রকল্পের সংরক্ষিত স্থান কমিউনিটি সেন্টার ও রাস্তার জায়গা কমন প্রোপার্টি হিসেবে গণ্য হবে। নিজস্ব প্লট ছাড়াও একজন প্লট মালিক কমন প্রোপার্টির সমান অংশীদার হবেন।

প্লট প্রতি মোট জমির পরিমাণ হবে কম বেশি ১০ কাঠা। এর মধ্যে প্লটের পরিমাণ সাড়ে সাত কাঠা ও কমন প্রোপার্টি ২ কাঠা। প্লট বরাদ্দ হবে ওপেন লটারির মাধ্যমে।

সুবাস্ত ডেভেলপমেন্ট

নজরভ্যালি

৪০০ থেকে শুরু করে ২৩৪০ বর্গফুট পর্যন্ত বিভিন্ন সাইজের মোট ৭০০টি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে সুবাস্তের নজর ভ্যালি প্রকল্পে। ১৮ তলা এই প্রকল্পটি গ-২, প্রগতি সরণি, শাহজাদপুর, ঢাকায়।

৪০০ বর্গফুটে রয়েছে ১ বেড, ১ ড্রয়িং, ১ বারান্দা, ১ কিচেন, ১ টয়লেট।

৫৫০ বর্গফুটে রয়েছে ২ বেড, ১ ড্রয়িং, ১ বারান্দা, ১ কিচেন, ১ টয়লেট।

৮৫০ বর্গফুটে রয়েছে ২ বেড, ১ ড্রয়িং, ১ ডাইনিং, ১ বারান্দা, ১ কিচেন, ২ টয়লেট।

স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের কনসেপ্টে সুবাস্ত নিয়ে এসেছে নতুন মাত্রা। দেশের সর্ববৃহৎ এই শপিং কাম অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে সুইমিংপুল, হেলথ ক্লাব, কমিউনিটি হল, ডে-কেয়ার সেন্টারসহ থাকছে অন্যান্য নাগরিক সুবিধা।

নবেম্বর ২০০০-এ কাজ শুরু করা এই প্রকল্পটি হস্তান্তর করা হবে তিনটি পর্যায়ে। অক্টোবর ২০০৪, এপ্রিল ২০০৫ এবং ডিসেম্বর ২০০৫ নাগাদ।

সর্বোচ্চ ৭০% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা ছাড়াও এককালীন মূল্য পরিশোধে রয়েছে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা।

১৯৯৪ সালে যাত্রা শুরু করে সুবাস্ত ক্রেতাসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে নিয়েছে নিজেদের দক্ষতা আর যোগ্যতায়।

বর্তমানে রাজধানীর ধানমন্ডি, লালমাটিয়া, গুলশান, শাহজাদপুর, ইন্দিরা রোড, গ্রীনরোড, এলিফ্যান্ট রোড এবং উত্তরায় সুবাস্তের ২০টি প্রকল্পের কাজ চলছে।



সুবিধার মধ্যে রয়েছে নিজস্ব ডিপটিউব-ওয়েল, সাবস্টেশন, ৩টি লিফটসহ নানা নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। অক্টোবর ২০০৩-এ শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি ২০০৫-এর ডিসেম্বর নাগাদ হস্তান্তর করা হবে। এককালীন মূল্য পরিশোধে ৫-১০% মূল্য ছাড়ের ব্যবস্থাও রয়েছে নকশী হোমস্ প্রকল্পে। অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ৭০% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা নিতে পারেন আপনি।

১৯৯৬ সালে যাত্রা শুরু করা এভিনিউ বিল্ডার্সের আরো ৫টি প্রজেক্ট চলছে মিরপুর, মালিবাগ এবং এলিফ্যান্ট রোডে।

অ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাড হেরিটেজ

১০৫০ এবং ১২৫০ এসএফটির মোট ৯৬টি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের অ্যাড হেরিটেজ প্রকল্পটি। ১৪তলা এই প্রকল্পটির বাড়ি নং ৬৫, জিগাতলা, ধানমন্ডিতে অবস্থিত। ১০৫০ এসএফটির অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ৪টি বারান্দা, কিচেন, ৪টি টয়লেট এবং ১২৫০

বাড়ি তৈরির জন্য ভিলেজ প্রকল্প

রাজধানীর যানজট দূষণ এড়াতে অনেকেই চান মূল শহর থেকে একটু দূরে থাকতে। কিন্তু সেই উপশহরকে হতে হবে নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন। ভিলেজ এবং ভিলা এমনই একটি প্রকল্প যা শহরের ধুলোবালি, কোলাহল, যানজট এবং দূষণমুক্ত। এখানে পাবেন প্রকৃতির নির্মল পরিবেশ কিন্তু শহরের সকল সুযোগ সুবিধা।

এয়ারপোর্ট থেকে ১৮ কি.মি. এবং সংসদ ভবন থেকে সাভার হয়ে ২৫ কি.মি

দূরে আশুলিয়ার প্রায় ১৫ একর এলাকা জুড়ে এই প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

প্রকল্পের আকৃতি আয়তক্ষেত্রের মত। স্থানীয় প্রধান সড়ক (জিরাবো রোড) থেকে ১ কিলোমিটারের মধ্যে এর অবস্থান। নিরাপত্তার স্বার্থে সমগ্র প্রকল্প এলাকাটি সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। বনায়ন কার্যক্রমে মোহনীয় করে তোলা হবে সমগ্র প্রকল্প এলাকা। প্রায় ৫ বিঘা জায়গা জুড়ে থাকবে শপিং মল, কমিউনিটি সেন্টার, সুইমিং পুল, হেলথ ক্লাব, টেনিস কোর্ট, ক্যাফেটেরিয়া। আরো থাকবে চিনড্রেনস পার্ক, গ্রীন স্পট, ওয়াক ওয়ে এবং ফুলের বাগান। প্রকল্পের মূল সড়ক ৩০ ফুট ও পার্শ্ব সড়ক ২০ ফুট প্রশস্ত হবে। মূল সড়কের দু'পাশ দিয়ে থাকবে ফুটপাথ। সমগ্র প্রকল্পটি যেহেতু সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত হবে, সেহেতু ব্যক্তিগত প্লটে কোনো প্রাচীরের প্রয়োজন হবে না। এতে সমগ্র এলাকাটি খোলামেলা থাকবে এবং কোনো প্লটেই, সেটা যে মুখিই হোক না কেন, আলো-বাতাসের প্রাচুর্যের অভাব হবে না। প্রকল্পের সব বাড়ি হবে দোতলা লাক্সারি ভিলা। প্রকল্পের সংরক্ষিত স্থান কমিউনিটি সেন্টার ও রাস্তার জায়গা কমন প্রোপার্টি হিসেবে গণ্য হবে। নিজস্ব প্লট ছাড়াও একজন প্লট মালিক কমন প্রোপার্টির সমান অংশীদার হবেন।

প্লট প্রতি মোট জমির পরিমাণ হবে কম বেশি ১০ কাঠা। এর মধ্যে প্লটের পরিমাণ সাড়ে সাত কাঠা ও কমন প্রোপার্টি ২ কাঠা। প্লট বরাদ্দ হবে ওপেন লটারির মাধ্যমে।

শেল্টেক Zi "Qvqv"

১১০ বর্গফুট এবং ১৪২০ বর্গফুট এই দুই সাইজের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে শেল্টেকের তরুছায়া প্রকল্পটিতে। এই ৬ তলা প্রকল্পটি বাড়ি নং ৭/এ, রোড-১৩, সেক্টর-৩ উত্তরায় অবস্থিত। মোট ১৫টি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে এই প্রকল্পে। ১১১০ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ২ বারান্দা, কিচেন এবং ৩ টয়লেট। ১৪২০ বর্গফুটে রয়েছে ৩ বেড,



ড্রয়িং, ডাইনিং, ৩ বারান্দা, কিচেন এবং ৩ টয়লেট। এছাড়াও সার্বক্ষণিক লিফট, জেনারেটর, ইন্টারকম, পার্কিংসহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সবই রয়েছে এই প্রকল্পে।

এ বছরের এপ্রিলে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি হস্তান্তর করা হবে আগামী ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সাল নাগাদ। সর্বোচ্চ ৭৫% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা এবং ১৫ বছর পর্যন্ত লোন পরিশোধের সুবিধা ছাড়াও এককালীন মূল্য পরিশোধে রয়েছে বিশেষ ছাড়।

বর্তমানে শেল্টেকের ২০টি প্রজেক্ট চলছে। তার মধ্যে উত্তরা, বনানী, মোহাম্মদপুর, গ্রিন রোড, মনিপুরীপাড়া, মিরপুর উল্লেখযোগ্য।

র্যাংগস্ প্রোপার্টিজ

র্যাংগস্ ওয়াটার ফ্রন্ট

৯৯৬ সাল থেকে র্যাংগস্ প্রোপার্টিজের যাত্রা শুরু। এ পর্যন্ত প্রায় ২০টি প্রকল্প হস্তান্তর করেছে র্যাংগস্।

র্যাংগস্ প্রোপার্টিজের সবচেয়ে বিলাসবহুল এবং আকর্ষণীয় প্রজেক্ট র্যাংগস্ ওয়াটার ফ্রন্ট। ১টি ১৬ তলা এবং ২টি ৯ তলা বিন্ডিং সংবলিত এই প্রকল্পে মোট অ্যাপার্টমেন্টের সংখ্যা ৬২টি। ৩৮০০, ৩৪৪০, ৪১৭০ বর্গফুট এবং ৪৩৭০ বর্গফুটের এই অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পটি প্লট # ৩৬০, রোড # ১৫, গুলশান, ঢাকায়।

৪১৭০ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ৪ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ৩ বারান্দা, কিচেন এবং ৪ টয়লেট। অন্যান্য অ্যাপার্টমেন্টেও প্রায় একই সুযোগ সুবিধা রয়েছে। র্যাংগস্ ওয়াটার ফ্রন্ট দেশের প্রথম এবং একমাত্র কনডোমিনিয়াম। সুইমিংপুল, বাস্কেট বল কোর্ট, জিমনেসিয়াম, ওয়াক ওয়ে, পার্টি হল ছাড়াও রয়েছে আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা।

সর্বোচ্চ ৭০% ঋণ সুবিধা ছাড়াও এককালীন মূল্য পরিশোধে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এ বছরের শেষ নাগাদ এই প্রকল্প হস্তান্তর করা হবে। বর্তমানে ধানমন্ডি, উত্তরা, গুলশান, সিদ্ধেশ্বরী, ওয়ারী, ইস্কাটন, গ্রিন রোডে র্যাংগস্ প্রোপার্টিজের ১৬টি প্রকল্পের কাজ চলছে।



লিভিং স্টোন

বেবিলোনিয়া

৯৯১ সাল থেকে লিভিং স্টোনের যাত্রা শুরু। বর্তমানে ১১টি প্রজেক্টের কাজ চলছে ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী, শাহীনবাগ, শাহজাদপুর, লালমাটিয়া এবং উত্তরায়।

৯৫০ বর্গফুট থেকে শুরু করে ২৪৩০ বর্গফুটের বিভিন্ন সাইজের মোট ৪০টি অ্যাপার্টমেন্ট এখন বিক্রির অপেক্ষায় লিভিং স্টোনের বেবিলোনিয়া প্রকল্পে। এই প্রকল্পটি ১১৬ কাজী অফিস লেন, বড় মগবাজার ঢাকায়।

আয়তন ভেদে ২, ৩ ও ৪ বেডের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, বারান্দা, টয়লেট ছাড়াও লিফট কমিউনিটি স্পেস, ফায়ার ক্লেপ, স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর সুবিধা।

৯৫০, ১৩৫০, ১৪৪০, ২৪৩০ বর্গফুট- এই চার ধরনের অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ৭০% ঋণ সুবিধা ছাড়াও রয়েছে এককালীন মূল্য

পরিশোধে বিশেষ ছাড়।

ফেব্রুয়ারি ২০০৪-এ শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বর ২০০৬-এ হস্তান্তর করা হবে।



সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বক্রীর মাংস L₁H⁰b না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪,
০১৭১৯০৭৪৭৪

এবিসি রিয়েল এস্টেট

বনানী বীথিকা

১৩৫০ বর্গফুটের ১০টি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে এবিসি রিয়েল এস্টেটের বনানী বীথিকা এখন বিক্রির অপেক্ষায়। ৬ তলা এই প্রকল্পটি প্লট ২১, রোড ১৩ সি, ব্লক-ই বনানী, ঢাকায়। ১৩৫০ বর্গফুটের এই অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং, ডাইনিং, ২ বারান্দা, কিচেন, সার্ভেন্ট বেড এবং বাথ। লিফট, জেনারেটর, ইন্টারকম ছাড়াও রয়েছে কমিটি রুম।



নগর হোমস লিমিটেড

ছায়াবীথি

২০০১ থেকে ২০০৪ এই সময়ের মধ্যেই নগর হোমস ক্রেতাদের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

১০৩৫ থেকে শুরু করে ১৬৩০ বর্গফুট পর্যন্ত বিভিন্ন সাইজের অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে নগর হোমসের নগর ছায়াবীথি প্রকল্পটি এখন বিক্রির অপেক্ষায়। ১৬ তলা এই অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পটি ৬/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকায়। প্রকল্পে মোট অ্যাপার্টমেন্টের সংখ্যা ৬০টি। ১০৩৫, ১২৭৫, ১৫০০ বর্গফুট এবং ১৬০০ বর্গফুট এই চার সাইজের অ্যাপার্টমেন্টই রয়েছে প্রকল্পটিতে।

প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টে ৩ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং, ডাইনিং, ২/৩ বারান্দা, কিচেন রুম রয়েছে। এ ছাড়াও লিফট, জেনারেটর, কমিউনিটি হল, নামাজের জায়গা, বাচ্চাদের খেলার জায়গাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা রয়েছে।

সর্বোচ্চ ৭০% ঋণ সুবিধা ছাড়াও এককালীন মূল্য পরিশোধে রয়েছে ১০% মূল্য ছাড়। আগস্ট ২০০৪-এ কাজ শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বর ২০০৭ সালে হস্তান্তর করা হবে।

বর্তমানে নগর হোমস লিমিটেডের ১০টি প্রকল্পের কাজ চলছে। তার মধ্যে উত্তরা, সেগুনবাগিচা, ডিওএইচএস, বারিধারা, এলিফ্যান্ট রোড, রায়ের বাজার, জনসন রোড উল্লেখযোগ্য।

অ্যাডভান্স ডেভেলপমেন্ট

বেইলী রিজ

১০ থেকে শুরু করে ২০৭০ বর্গফুট পর্যন্ত বিভিন্ন সাইজের মোট ২২৬টি অ্যাপার্টমেন্ট এখন বিক্রির অপেক্ষায় অ্যাডভান্স ডেভেলপমেন্টের বেইলী রিজ প্রকল্পে। ১৭ তলা বিশিষ্ট প্রকল্পটির অবস্থান ১ নং বেইলী রোড, ঢাকায়। ৯১০ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টে দু'টি বেড, ড্রয়িং, ফ্যামিলি লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, দু'টি টয়লেট ও একটি বারান্দা আছে। এছাড়া অন্যান্য সাইজের অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে ৩টি বেড, ড্রয়িং, ফ্যামিলি লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, চারটি টয়লেট, এরপরও থাকছে ৩-৪টি বারান্দা।

১৯৯৪ সাল থেকে যাত্রা শুরু করা অ্যাডভান্স ডেভেলপমেন্ট সুনামের সঙ্গেই কাজ করে যাচ্ছে। ক্রেতাদের কাছেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে।

বেইলী রিজ প্রকল্পে ৭ কাঠা ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে। ২৫ হাজার বর্গফুটের কমন্স স্পেসের মধ্যে রয়েছে সাইবার ক্যাফে, জিমনেসিয়াম, কমিউনিটি শপ, কমিউনিটি লাইব্রেরিসহ নানা নাগরিক সুবিধা।

এই প্রকল্পের অ্যাপার্টমেন্টের জন্য ৭০% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা পেতে পারেন আপনি। এককালীন মূল্য পরিশোধে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও রয়েছে।

বর্তমানে অ্যাডভান্স ডেভেলপমেন্টের গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, ধানমন্ডি, বনানী, বেইলী রোড, পুরানা পল্টন, তোপখানা, সিদ্দিক বাজার প্রভৃতি এলাকায় প্রায় ৩০টি প্রজেক্টের কাজ চলছে।



অক্টোবর ২০০৩-এ কাজ শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি আগামী অক্টোবর ২০০৫ সাল নাগাদ হস্তান্তর করা হবে। সর্বোচ্চ ৭০% ঋণ সুবিধা ছাড়াও এককালীন মূল্য পরিশোধে বিশেষ

ছাড়ের ব্যবস্থাও রয়েছে।

বর্তমানে এবিসি রিয়েল এস্টেটের ধানমন্ডি, উত্তরা, বনানী, বারিধারাতে ৫টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

রিজ পার্ক

রিজ হুদা

২টি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে রিজ পার্কের ৬ তলা রিজ হুদা প্রকল্পটি ১৮৯ মালিবাগ, ঢাকায়। ৮৯৫ বর্গফুট থেকে শুরু করে ১৩৩৯ বর্গফুট পর্যন্ত বিভিন্ন মাপের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে প্রকল্পটিতে। অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে আয়তন অনুসারে ২-৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ২-৩ বারান্দা, কিচেন, ২-৪ টয়লেট রয়েছে। এছাড়াও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সবই রয়েছে



RIDGE HUDA

অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে। সর্বোচ্চ ৭০% ঋণ সুবিধা ছাড়াও একাকালীন মূল্য পরিশোধে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

আগস্ট ২০০৪-এ শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বর ২০০৬ সাল নাগাদ হস্তান্তর করা হবে। বর্তমানে উত্তরা, নিকেতন, বনানী, গুলশান, গ্রিন রোড, ডিওএইচএসে ৪টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

এভালন ডেভেলপমেন্ট

এভালন ভিলাস

মাত্র ১ বছরেই এভালন ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। ১০টি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে এভালনের 'এভালন ভিলাস' প্রকল্পটি এখন বিক্রির অপেক্ষায়। ৬ তলা এ প্রকল্পটি ৩৭৬ দিলু রোড, ঢাকায়।

১০৪০ বর্গফুট এবং ১১৫০ বর্গফুট- এই দুটি ভিন্ন মাপের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে প্রকল্পটিতে। ১০৪০ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ড্রেসিং, ৩ টয়লেট, ৩ বারান্দা, কিচেন, ১১৫০



বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ড্রেসিং, ৪ বারান্দা, ৩ টয়লেট এবং কিচেন রুম। রুফ টপ গার্ডেন, জেনারেটর, সাবস্টেশন, গেস্ট রুমসহ আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধাই রয়েছে প্রকল্পটিতে।

সর্বাধিক ৭০% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা ছাড়াও একাকালীন মূল্য পরিশোধে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। আগামীতে ধানমন্ডি,

গুলশান, সিদ্দেখুরী এবং উত্তরায় এভালনের প্রকল্প শুরু হতে যাচ্ছে।

মার্চ ২০০৪-এ শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি ৫ মে ২০০৫-এ হস্তান্তর করা হবে।

এভারেস্ট হোল্ডিংস

অ্যান্ড টেকনোলজিস

সোয়েডিসকেন্ট

১৭২টি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে এভারেস্ট হোল্ডিংস অ্যান্ড টেকনোলজিসের এভারেস্ট সোয়েডিসকেন্ট প্রকল্পটি এখন বিক্রির অপেক্ষায় রয়েছে। ৩টি পৃথক ভবন সংবলিত ১৪ তলা এই প্রকল্পটি ৫ সিদ্দেখুরী, ঢাকায়। ৯১৫ বর্গফুট থেকে শুরু করে ১৪৭১ বর্গফুটের বিভিন্ন মাপের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে প্রকল্পটিতে।

৯১৫ বর্গফুটে রয়েছে ২ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ২ টয়লেট, ৩ বারান্দা। ১২২৪ বর্গফুটে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ টয়লেট, ২ বারান্দা। ১২৮৮ বর্গফুটে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং,

ডাইনিং, কিচেন, ৩ টয়লেট, ৩ বারান্দা। ১৪৫০ বর্গফুট ও ১৪৭১ বর্গফুটের রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ৪ টয়লেট, ৩ বারান্দা।

১৪৪৩ বর্গফুটে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ৪ টয়লেট, ৩ বারান্দা।

১৫৪০ বর্গফুট ও ১৫৫১ বর্গফুটে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ৪ টয়লেট ১ সার্ভেন্টস রুম এবং ৩ বারান্দা।

১৫৭৬ বর্গফুটে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ৪ টয়লেট, ১ সার্ভেন্টস বেড, ৪ বারান্দা।

৯৬৫ বর্গফুটে পাবেন ২ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ টয়লেট, ২ বারান্দা।

১১৪৭ বর্গফুটে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ৩ টয়লেট, ৩ বারান্দা।

১৩১২, ১৪৫৯ ও ১৫০১ বর্গফুটে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, কিচেন, ৪ টয়লেট এবং ৩ বারান্দা। হেলথ ক্লাব, জেনারেটর, কমিউনিটি স্পেস ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

সর্বোচ্চ ৭০% ঋণ সুবিধা ছাড়াও রয়েছে

ডোম-ইনো বিল্ডার্স

আলটুরা

২০০২-এ যাত্রা শুরু করেই ডোম-ইনো ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। ১২০৫ বর্গফুট থেকে শুরু করে ১৭৬০ বর্গফুট বিভিন্ন মাপের ৬০টি অ্যাপার্টমেন্ট এখন বিক্রির অপেক্ষায় ডোম-ইনোর আলটুরা প্রকল্পে। ১৬তলা এই প্রকল্পটি ৩৪২ সেগুনবাগিচাতে অবস্থিত। ১২০৫, ১৪২৫, ১৫২৫ বর্গফুট এবং ১৭৬০ বর্গফুট, এই চারটি সাইজের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে প্রকল্পটিতে। প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টে ৩-৪ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং, বারান্দাসহ কিচেন ছাড়াও রয়েছে কমিউনিটি হল, বাচ্চাদের প্লে গ্রাউন্ডসহ অন্যান্য সুবিধা।

জুন ২০০৪-এ শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি আগামী ডিসেম্বর ২০০৬-এ হস্তান্তর করা হবে। সর্বোচ্চ ৭০% ঋণ সুবিধা ছাড়াও এককালীন পরিশোধে ১০% বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমানে ডোম-ইনোর ঢাকার উত্তরা, সেগুনবাগিচা, সিদ্ধেশ্বরী, মোহাম্মদপুর, ইস্কাটন, লালমাটিয়া, শান্তিনগরসহ বিভিন্ন এলাকায় মোট ২৫টি প্রজেক্টের কাজ চলছে।



এককালীন মূল্য পরিশোধে বিশেষ ছাড়। ডিসেম্বর ২০০৩-এ শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০০৬ নাগাদ হস্তান্তর করা হবে।

বর্তমানে সিদ্ধেশ্বরী, উত্তরা, বকশীবাজার, আর কে মিশন, লালমাটিয়া, পশ্চিম ধানমন্ডিতে মোট ১২টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

আইডিয়াল হোমস বিল্ডার্স

আইডিয়াল পয়েন্ট

৪৮টি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে আইডিয়াল হোমসের আইডিয়াল পয়েন্ট প্রকল্পটি এখন বিক্রির অপেক্ষায়। ১৬ তলা এই প্রকল্পটি ১৫৭, শান্তিনগর, ঢাকায় অবস্থিত। ৮৭০, ৯৬৫, ১৩০৫ এবং ১৫২০ বর্গফুট-এই চার মাপের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে প্রকল্পটিতে। ১৫২০ ও ১৩০৫ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ৪ বারান্দা, ৪ বাথ। ৯৬৫ ও ৮৭০



বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ২ বেড, ৩ বাথ, ড্রয়িং, ডাইনিং এবং ৩ বারান্দা।

আধুনিক জীবনের সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে অ্যাপার্টমেন্টটিতে। সর্বোচ্চ ৭০% ঋণ সুবিধা ছাড়াও এককালীন মূল্য পরিশোধে ৫% মূল্য ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯৯৪ সালে যাত্রা শুরু করে আইডিয়াল হোমস ইতিমধ্যেই ক্রেতাদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। বর্তমানে ঢাকায় ৪টি এবং চট্টগ্রামে ২টি প্রকল্পের কাজ চলছে।

আরবান ডিজাইন

অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

আরবান অরচার্ড

১৯৯৫ সালে যাত্রা শুরু করে আরবান ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবার ১০ম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ৩০টি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে আরবান ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের আরবান অরচার্ড প্রকল্পটি এখন বিক্রির অপেক্ষায়। ৬ তলা এই প্রকল্পটি বাড়ি নং ১৯, রোড নং ৯/এ, ধানমন্ডি ঢাকায় অবস্থিত। এই প্রকল্পে ১৭০০ বর্গফুট এবং ২০৫০ বর্গফুটের অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে।

প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছে ৩ বেড, ড্রয়িং, ডাইনিং, ফ্যামিলি স্পেস, কিচেন, ৩ বাথ, স্টোর, সার্ভেন্টস বেড এবং বাথরুম। আধুনিক ফ্ল্যাটের সব সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও রয়েছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাসহ ২৪ ঘন্টা সিকিউরিটি, ফাঁকা কমন স্পেস এবং কমিউনিটি মাল্টিপারপাস রুম।

সর্বোচ্চ ৭০% ঋণ সুবিধাসহ এককালীন মূল্য পরিশোধে ১০% থেকে ১২% মূল্য ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

মে ২০০৪-এ শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি জুন ২০০৬ নাগাদ হস্তান্তর করা হবে। বর্তমানে ধানমন্ডি, ইস্কাটন ও লালমাটিয়ায় আরবান ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের মোট ৫টি প্রজেক্টের কাজ চলছে।

mn#hwMZvq : i "uj Zvcn
nmvb gZfRv, kixd tnv#mb f#Bq
Qwe : Zynb tnv#mb